দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN 4 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

191

একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন রুবিনা বেগম!

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী ঃ একজন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ পেশায় থেকেও নৈতিক অবক্ষয়ের ঘটনা ঘটিয়েছেন নীল-ফামারী সরকারি মহিলা কলেজের প্রভাষিকা রুবিনা বেগম। তিনি একই সাথে পৃথক একটি প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। অথচ চাকরি না করেও নিজ ক্ষমতাবলে চেকের মাধ্যমে কলেজের বেতন-ভাতার অংশ তুলে নেন।

রুবিনা বেগম '৯৬ সালের ১৩ই আগস্ট নীলফমমারী সরকারি মহিলা কলেজে ইতিহাসের প্রভাষিকা হিসেবে যোগদান করেন। তবে তিনি এর আগে থেকেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গণ সাহায্য সংস্থায় (জিএমএস) চাকরি করে আসছিলেন। সেখানে তিনি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফ.র মাহমুদ হাসানের পার্সোনাল স্টাফ ছিলেন। কলেজে যোগদানের পর পরই তিনি একই সালের ৩১শে আগস্ট ৩ দিনের নৈমিত্তিক ছুটির নাম করে চলে যান। কিন্তু ফিরে এসে কলেজে যোগদান করতে চান তৎকালীন অধ্যক্ষা এতে বাদ সাধেন।

রুবিনা বেগম বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ঢাকা ফিরে যান এবং সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালকের প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বিশেষ নির্দেশনামা নিয়ে এসে '৯৮ সালের জুন মাসে কলেজের চাকরিতে যোগদান করেন। এর মাত্র ক'দিন পর তিনি পুনরায় এনজিওটির কর্মস্থল ঢাকায় চলে যান। এরই মধ্যে তিনি ৫ বার চেক কেটে নিজ স্বাক্ষরে স্থানীয় সোনালী ব্যাংক থেকে মোট ৬৮ হাজার ৫শ' টাকা তুলে নেন। এটি সম্ভব হয়েছে একজন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন চাকুরে হওয়ার জন্য। অপরদিকে রুবিনা বেগম এনজিওটি থেকেও প্রতি মাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা তুলেছেন।

বর্তমানে এনজিওটিতে কোন্দল শুরু হওয়ায় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি কিছুদিন আগে পুনরায় নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজে এসে যোগদান করেছেন।